ADDRESS OF THE VICE CHANCELLOR

EAST WEST UNIVERSITY

অধ্যাপক আহমদ শফি
উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাদশ সমাবর্তন উপলক্ষে
উপাচার্য মহোদয়ের ভাষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি, সমাবর্তন বক্তা জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুফিয়া আহমেদ, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ-এর মাননীয় সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সহকর্মীগণ, অভিভাবকবৃন্দ ও সর্বোপরি আজকের অনুষ্ঠানের দৃষ্টিকেন্দ্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদ প্রার্থী প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীগণ।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাদশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর স্বাগতম। যারা কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রমের পর আজ স্বীকৃতি হিসেবে সনদ অর্জন করবে তাদের সবাইকে অভিনন্দন। ধন্যবাদ তাদের পরিবারের সদস্যদেরও যারা তাদের এই ব্রতে সহযোগিতা করেছেন। অভিনন্দন সেইসব গুণী শিক্ষককেও যাঁরা সদ্য স্কুল শিক্ষা সমাপ্ত করে আসা কাঁচা মস্তিষ্ককে ধাপে ধাপে আকৃতি দিয়ে গড়ে তুলেছেন এক জটিল পৃথিবীতে সম্মানজনক কর্মসংস্থান ও দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে।

বাংলাদেশের অদূরে এক কালে ছিল বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে দেশ বিদেশের ছাত্র বহু শতক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক দূর। কিন্তু কালক্রমে যখন ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-শিল্পের নব-উন্মেষ ঘটল, পূর্ব বাংলা পিছিয়ে পড়ল বহুদূর। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যেমন বহু বিষয়ে সুদক্ষ কারিগর ছিলেন, আমাদের অতীশ দীপঙ্করও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজস্র শাখায় তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও পান্ডিত্যের নিদর্শন রেখেছিলেন দেশে বিদেশে। কিন্তু ভুল সিদ্ধান্তে আমরা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির সাথে তার গ্রহণযোগ্য বিদ্যাও বর্জন করে বহুদুর পিছিয়ে পড়লাম। নালন্দার পতনের পর অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে শুরু হয় জ্ঞানচর্চার নতুন যুগ। ক্যাম নদীর পাশে গাছ থেকে এক আপেল পড়লে এক তরুণ বিজ্ঞানী মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলির একটি সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ হলেন; এদেশে বৃক্ষচ্যুত ফল শুধু উদরপূর্তি করল, মস্তিষ্ককে উজ্জীবিত করল না, কারণ ধীমান ব্যক্তিরাও চিন্তা করতে ভুলে গিয়েছিলেন । অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেককে বিদেশী বৃক্ষের ছায়ায় অনুপ্রাণিত হতে হয়। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় দুই জগতের বন্ধন রচনায় বিশ্বাসী। আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ, অগ্রসর দেশের বিদ্যা-জ্ঞান-বিজ্ঞান।

আমাদের আশা পরেরটিও এক বিশ্বজনীন পটভূমিতে একাকার হয়ে যাবে, যেখানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকও সমগৌরবে ভাস্বর হয়ে উঠবে।

একটি অপরিচিত তথ্য আয়ত্ত করতে প্রয়াসী হতে হয়, একটি অনায়ত্ত দক্ষতা আত্মস্থ করতে প্রচুর অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে বুদ্ধিবৃত্তিকে তীক্ষ্ণ করতে হয়, আত্মবিশ্বাসকে বলিষ্ঠ করতে হয়, দৃষ্টিকে সুদূরপ্রসারী করতে হয়। শিক্ষাদানের যে সব পদ্ধতি ও উপকরণ এই দক্ষতাগুলি বৃদ্ধির জন্য সর্বোত্তম, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলির সমাবেশ ও সমন্বয় করার জন্য আমরা সদা-প্রচেষ্ট। আমাদের বিশ্বাস আজকের স্নাতকরা কর্মজীবনে সব প্রতিযোগিতায় তাদের অন্তঃস্থ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে, কারণ সে ক্ষমতা বিকাশের গুরু দায়িত্বটি আমরা আন্তরিকতা,অভিজ্ঞতা ও সহমর্মিতার সাথে পালনের চেষ্টা করছি।

আমি নিশ্চিত যে বিদায়ী ছাত্ররা এই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেনা। কেউ এখানেই শিক্ষাজীবনের শেষ ধাপটিতে গিয়ে দাঁড়াবে, স্নাতকোত্তর ছাত্রদের কেউ কেউ হয়তো এখানেই কর্মজীবন শুরু করবে, প্রায় সবাই এলামনি সমিতির সদস্য হয়ে সম্পদে-বিপদে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। অথবা অন্ততঃ কোন স্মৃতি ভারাক্রান্ত দিনে এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ভিতরে ঢুকে ভাববে-পুরানো দিনগুলো মন্দ ছিল না। হাতীর ঝিলের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিয়ে মনে হবে এইখানে ছিলাম আমি-

"যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্বরী
রাখে নাই বসুধারে খন্ড ক্ষুদ্র করি।"

সমাবর্তন একটি জটিল অনুষ্ঠান। এর প্রস্তুতিতে ও আনুষ্ঠানিক কর্মকান্ডে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রশাসক, সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টিগণ সবাই যথাসাধ্য শ্রম ও চিন্তা ব্যয় করেছেন। অনেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান আর্থিক বা অন্যভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।